তোহ্‌ফাতুন নাদওয়া

(নাদওয়ার জন্য একটি উপহার)

লেখক :
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

প্রকাশনায়
নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

তোহ্‌ফাতুন নাদওয়া

লেখকের নাম	ঃ	হযরত মির্যা গোলাম আহমদ মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)
ভাষান্তর	ঃ	মির্যা এনামুল কবীর মুয়াল্লিম সিলসিলা
সংস্করণ	ঃ	প্রথম সংস্করণ (বাংলা) নভেম্বর, ২০২১
সম্পাদনায়	ঃ	বাংলা ডেস্ক, ভারত
সংখ্যা	ঃ	১০০০
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়াত, সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব
মূদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব

Title	**:**	**Tohfatun Nadwa**
Author	**:**	**Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad The Promised Messiah & Mahdi[as]**
Translator	**:**	**Mirza Inaamul Kabir**
Edition	**:**	**1st Edition (Bengali) November, 2021**
Edited by	**:**	**Bangla Desk India**
Copies	**:**	**1000**
Published by	**:**	**Nazarat Nashr-o-Ishaat Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab**
Printed at	**:**	**Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab**

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভূমিকা

"তোহ্ফাতুন নাদওয়া" শিরোনামে পুস্তিকাটি সৈয়্যদনা হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেছিলেন। পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ '**তোহ্ফাতুন নাদওয়া**' শিরোনামে প্রকাশ পাচ্ছে। পুস্তিকাটির অনুবাদ মূল উর্দূ থেকে করেছেন জনাব মির্যা এনামুল কবীর মোয়াল্লেম সিলসিলা। কম্পোজ করেছেন মোকাররমা বুশরা হামিদ সাহেবা। পুস্তিকাটির রিভিউ করেছেন জনাব আবুতাহের মণ্ডল, সদর রিভিউ কমিটি এবং জনাব শেখ মহম্মদ আলী মুরুব্বি সিলসিলা। জনাব রফিকুল ইসলাম (এম. এ.) মুরুব্বি সিলসিলা উর্দূর সাথে মিলিয়ে পুস্তিকাটির অনুবাদ দেখে দিয়েছেন। উক্ত অনুবাদকর্ম সম্পাদন করেছেন জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান।

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)- এর অনুমোদনে প্রথমবার পুস্তিকাটির বাংলা সংস্করণ কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত হল।

পুস্তকটির প্রকাশে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আল্লাহ্তা'লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং ইহার মুদ্রণ সার্বিক ভাবে কল্যাণময় করুন। আমীন।

নভেম্বর ২০২১
কাদিয়ান

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির নশর ও এশায়া'ত কাদিয়ান

التبليغ

فاني سميتها

تحفة الندوة

مطبع ضياء الاسلام قاديان باهتمام حاجي حكيم فضل الدين صاحب طبع شد

تعداد جلد ۱۶۰۰

প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ১৯০২

লেখক পরিচিতি

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী *(১৮৩৫-১৯০৮)*
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ, আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের

যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ৯০ টিরও অধিক পুস্তক রচনা করেন এবং সহস্রাধিক পত্রাবলী ও বক্তৃতা, আলোচনা এবং ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকুল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এবং তাঁরই পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) খুব অল্প বয়স থেকেই ঐশী স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং প্রত্যাদেশগুলি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে তিনি বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন এবং একটি পবিত্র জামা'ত-র ভিত্তি রাখেন। অতঃপর ঐশী প্রত্যাদেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ঘোষনা করার আদেশ প্রদান করেন যে, তিনি তাঁকে পরবর্তীকালের জন্য সেই সংস্কারক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনি (আ.) আরও দাবী করেন যে; তিনিই সেই মসীহ্ এবং মাহ্‌দী যাঁর আগমন সম্পর্কে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জামা'ত আহমদীয়া এখন পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কোরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.) র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর এই ঐশী প্রচারকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে খেলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয তাঁর (আ.)-র পঞ্চম খলীফা এবং নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহমদীয়ার বর্তমান যুগ ইমাম।

তবলীগ

হে নাদওয়াবাসীগণ! আসুন আমরা সেই বিষয়ে সম্মিলিত হই যা আমাদের উভয়ের মধ্যে সাধারণ। আসুন আমরা সম্মত হই যে পবিত্র কোরআন আমাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী এবং কেবলমাত্র সেটাই গ্রহণ করুন যা দয়াবান আল্লাহ্‌ তাআলার কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

হে যারা অমনোযোগী! নিশ্চয়ই ইসলামই সত্য ধর্ম এবং পবিত্র কুরআনে সমস্ত দিকনির্দেশনা পরিপূর্ণ করা হয়েছে । একমাত্র এরই শিক্ষা চিরন্তন এবং সংরক্ষণ যোগ্য। এটি ভবিষ্যতের রহস্যাবলী এবং অতীতের হিসাব ধারণ করে রাখে। আপনি কি এখন পবিত্র কুরআন ব্যতিরেকে অন্য কিছু গ্রহণ করবেন? দেখুন, সমস্ত কল্যানই কুরআনে নিহিত আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হ'ল সেটাই যা এর বিরোধিতা করে। হে ধর্মভীরুগণ, এর যাবতীয় বিপরীত আখ্যান এবং দিকনির্দেশনা পরিত্যাগ করুন, যা শুধুমাত্র সীমালঙ্ঘনকারীদেরই স্বাগত জানায়।

আমি মসীহ্‌। আমি সত্যের সাথে চলছি এবং আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে আহ্বান করছি। আমি আপনাকে আমার প্রভুর প্রতি আহ্বান করছি এবং তাঁর ক্রোধ সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক করছি। তুমি কি সাবধান হবে না? আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছি। এবং তিনি আমাকে সেটা শিখিয়েছেন যা তোমাকে শেখানো হয়নি এবং আমি যা দেখেছি তা তুমি দেখো না। তুমি কি তোমার প্রশ্নগুলির সাথে আমার নিকটে না এসেই আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করবে?

ঈসা (আ.) নিশ্চয়ই মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁকে পুনর্জীবিত করতে আপনি কখনই সফল হবেন না। হে নির্বোধ আত্মার দল! পবিত্র কোরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না। যদি ঈসা (আ.) কেয়ামতের পূর্বে আগমন করবে বলে তুমি বিশ্বাস কর, তবে সে কেন খ্রিষ্টানদের অধঃপতনের বিষয়ে সমস্ত জ্ঞানকে অস্বীকার করবে?

আপনি যেমন পড়েছেন, ঈসা (আ.) নিজ অজ্ঞতা স্বীকার করবেন এবং বলবেন যে সে তাদের উদ্ভাবন সম্পর্কে জানত না যা তারা তার মৃত্যুর পরে নিজেদের পক্ষ থেকে সৃষ্টি করে নিয়েছিল। যদি সে পৃথিবীতে ফিরে আসত

এবং তারা যা করছে তা প্রত্যক্ষ করত, সেক্ষেত্রে খ্রীষ্টের এভাবে বলা উচিত ছিল; হে আমার প্রভু,! আপনার আদেশে আমি পৃথিবীতে ফিরে এসেছি এবং চল্লিশ বছর ধরে আমার লোকদের মধ্যে বাস করেছি। আমি তাদের দেখেছি আমার মাতা এবং আমাকে পূজা করতে। তারা তাদের সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। এইভাবে,আমি ক্রুশ ভেঙ্গে তাদের যুগের (ত্রুটিগুলি) সংশোধন করেছি। আমি তাদের অনেককে হত্যা করেছি এবং তারা নিজেদেরকে নত করেছে এবং আমার প্রভুর বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

আপনি আপনার খ্রীষ্টের কাছে জিজ্ঞাসা করুন না, কেন সে বিচারের সেদিন মিথ্যা কথা বলে তার সাক্ষ্য গোপন করবে এবং তাদের মধ্যে থেকে অজ্ঞ থাকবে।

আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাঁরই কাছ থেকে এসেছি। যদি তুমি ধার্মিক হও তবে আল্লাহ্‌র নামে নেওয়া শপথকে সম্মান কর। আমাকে অসংখ্য নিদর্শন দেওয়া হয়েছে। এবং আমাকে ছাড়া পবিত্র কোরআন সব পথ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। এখন কোথায় তোমরা নিষ্ক্রমণ করবে?

আপনি যেমন জানেন আমি শতাব্দীর শিরোভাগে আগমন করেছি। একই রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছিল যাতে তারা আমার করুণাময় প্রভুর পক্ষ থেকে দুটি চিহ্ন হিসাবে কাজ করতে পারে। তিনি প্লেগ সৃষ্টি করেছিলেন যাতে মানুষ চিন্তা ও বিবেচনা করে। কিসে তোমাকে দৃষ্টিহীন করে তুলেছে যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী তুমি দেখতে পাচ্ছ না? অথবা হয়তো তোমার চক্ষু যা প্রত্যক্ষ করছে তাতে তুমি অসন্তুষ্ট।

হে মানবজাতি! আমার কাছে আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট থেকে সাক্ষ্য আছে। তোমরা কি বিশ্বাস করবে না? আমার প্রভু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমার কাছে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তোমরা কি আনুগত্য করবে না? হে যারা ব্যস্ততা প্রদর্শন কর! যদি তোমরা এই সাক্ষ্যগুলি গণনা শুরু কর তবে তোমরা তোমাদের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হবে। অতএব, ধার্মিক হও।

যখনই কোন বার্তাবাহক (নবী) আপনাদের কাছে এমন শিক্ষা নিয়ে প্রেরিত হয়ে আসে যা আপনাদেরকে অসন্তুষ্ট করে, তখন আপনারা তাদের কতককে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেন এবং কতকের রক্ত ঝরান। আমি আমার প্রভুর দ্বারা সমর্থিত, কিন্তু হে প্রতারক, তুমি নও। তোমার মৃত্যুর ফতোওয়া এবং

মিথ্যা অভিযোগ কি আদালতের সামনে আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে? তবুও কি তোমার কি লজ্জা নেই? আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন যে তিনি এবং তাঁর রাসূলগণ বিজয়ী হবেন। হে যুদ্ধবাজেরা! তোমরা আল্লাহ্‌কে অবনমিত করতে পারবে না।

আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি যে আমি সত্যবাদী। আমি তাদের মত নই যারা মিথ্যা আবিষ্কার করে। তুমি কি আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে চাও আমার পক্ষ থেকে শক্তিশালী নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও? তুমি কি তোমার প্রতিপালক প্রভূর কাছে ফিরে যাবে না? নাকি তুমি তোমার মসীহের সাথে অনন্ত জীবন লাভ করবে?

আপনি কি সূরা নূর,তাহরীম এবং ফাতিহা পড়েন না? নাকি তাদের তেলাওয়াত আপনাকে অসন্তুষ্ট করে এবং আপনি মনে করেন যে এটি আপনাকে উদ্বেলিত করে না?

হে নাদওয়াবাসী! আমি আপনাদের এই পত্র লিখছি, যাতে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অবকাশ প্রত্যাহারের আগে এটি আপনাদের চোখ খুলতে পারে এবং আপনারা আমার সাথে আরও আত্মপক্ষ সমর্থনের কিংবা বিবাদ নিষ্পত্তির সুযোগ পেতে পারেন। আমি এর নাম দিয়েছি-

"নাদওয়ার জন্য একটি উপহার"

আমি আপনাকে এটি দিচ্ছি এবং আপনার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করছি।

আমি প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ্, এই পুস্তকটিকে তাদের জন্য কল্যাণময় হয়ে ওঠার উৎস সাব্যস্ত করুন যারা দাম্ভিকতাপূর্ণ আচরণ থেকে বিরত থাকে।

হে আল্লাহ্, তুমি সাক্ষী হও যে আমি তোমার বার্তাটি যথাযথ পৌঁছে দিয়েছি। আর আমাকে তোমার বার্তা প্রদানকারীদের মধ্যে গণনা করো। আমিন, সুম্মা আমিন।

কবিতা

মীর নাসের নবাব সাহেব দেহলবী

(১) কিশ্‌তি এ নূহ ও দাওয়াতুল ঈমান
হইল এক আশ্চর্য পুস্তক উচ্চ শান।
(২) সতেজ হয় ইহার পাঠে দ্বীন
বর্দ্ধিত হয় ইহাতে ঈমানের রওশন।
(৩) উত্তম ইহা জীবনদায়িনী হতে
মৃত আত্মাকে করে জীবন দান।
(৪) অসমর্থ আমি তাহার বর্ণনা দিতে
তাহার গুণের আধারে রক্তশিক্ত জিহ্বা মোর।
(৫) পথ ভ্রষ্টদের পথ প্রদর্শক এই পুস্তক
পথ প্রাপ্তির হেথা রহিয়াছে তাহাদের উপকরণ
(৬) সহায়হীনদের ইহাই হইল সহায়
চিকিৎসাহীনদের ইহাই হইল চিকিৎসা।
(৭) মর্ম ইহার দৃষ্টান্ত বিহীন
খোদার রসূলের ইহা এক নিদর্শন।
(৮) উন্মোচিত হয় ইহা হতে ধর্মের বিশ্বাস
যদি গভীর ধ্যানে ইহা পাঠ করে ইনসান।
(৯) বাড়ে জ্ঞান দূরীভূত হয় অজ্ঞতা
মুছে যায় অশুভ কণা, হয় দুশ্চিন্তার অবসান।
(১০) জান্নাত ইহা নহে কোন পার্থিব উদ্যান
করে চলাফেরা হেথা হুর ও গেলেমান।
(১১) রহিয়াছে হেথা প্রবাহিনী দুগ্ধ ও মধুর
আছে আরও হেথা সর্বত্র দালান আলীশান
(১২) দৃষ্টান্তবিহীন নৌকা এটি, আর ইহা ব্যয়হীন
ইহার বদলে কেহ চাহে না বিনিময় এমন বাণী সুমহান

(১৩) মোদের যিনি এই কিশ্‌তি দিয়াছেন
আমরা এমন মাঝির প্রতি কুরবান।
(১৪) ইলাহি তুমি দাও গো সমর্থ মোদের
কেননা তুমি যে রহিম ও রহমান।
(১৫) দূর হয় যেন মোদের আত্মার উন্মত্ততা
আমাদের হতে দূর হয় যেন বিতাড়িত শয়তান।
(১৬) তোমার নির্দেশ মত যেন আমরা চলি দিবারাত্র
অন্তর হতে যেন মানি তব সব ফরমান।
(১৭) তুমি সন্তুষ্ট হও আমাদের প্রতি আমরাও তোমার প্রতি
চিরতরে দেহ হতে যবে বিচ্যুত হবে আমাদের প্রাণ।
(১৮) নাসের তোমার বান্দা অধম
তোমা হতে করে নিরাপত্তা যাচনা।
(১৯) তোমারই আশিসের আমি আশাবাদী
তোমারই অনুগ্রহ করি আমি সন্ধান।
(২০) এর বোঝা দূর কর হে প্রভু আমার
তোমারই পথ কর গো সরল ও সুগম।
(২১) একে ও শামিল কর পূণ্যবানের মাঝে
দয়া কর, অনুগ্রহ কর হে পবিত্র মহান।
(২২) এর দোষ যত সব ঢেকে দাও হে সাত্তার
সে তো রাখে তোমারই প্রতি ঈমান।
(২৩) মুহাম্মদ (সা.) ও আহমদ-এর কল্যাণে
কর এর যত ব্যথা সব নিবারণ।
(২৪) হৃদয় হতে সে যে ইমামের গোলাম
কর সাহায্য তাহার প্রকাশ্য ও গোপন।

পত্রিকা তোহ্‌ফাতুন নাদওয়া

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی

بہر دم مددے از خدا ہمی آید

کجاست اہل بصیرت کہ چشم بکشاید*

আজ ২রা অক্টোবর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ একটা বিজ্ঞাপন আমার হাতে আসে। যা হাফিয মহম্মদ ইউসুফ পেনশনারের পক্ষ হতে আমার নামে প্রকাশ করা হয়েছে। যার মধ্যে তিনি লেখেন,'আমি নাকি একবার মৌখিক ভাবে একথাকে স্বীকার করে নিয়েছিলাম যে, যে সমস্ত লোকেরা নবী অথবা রসূল অথবা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী করেছে, অতঃপর তারা এমন ধরনের মিথ্যা রচনা- যার দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, সহ ২৩ বছর পর্যন্ত (যা মহানবী (সা.)-এর প্রকাশের পরিপূর্ণ কাল ছিল) জীবিত ছিল বরং তার থেকেও বেশি। অতঃপর হাফিয সাহেব ঐ বিজ্ঞাপনের মধ্যেই লেখেন যে, তার এই দাবীর স্বপক্ষে তার এক বন্ধু আবু ইসহাক মহম্মদ দ্বীন নামি ব্যক্তি কাতউল ওয়াতিন' নামে এক খানা পত্রিকা লিখেছিল। যাতে মিথ্যা দাবীকারকদের নাম ও দাবীর সময়কাল ঐতিহাসিক পুস্তকাদির উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করেছে। মোটকথা হাফিয সাহেবের কোরআন শরীফের আয়াত লাও তাক্বাওওয়ালা-র প্রতি ঈমান নেই এবং ঈমান আনতেও ইচ্ছুক নয়। আর আয়াত وَاِنۡ یَّکُ کَاذِبًا فَعَلَیۡہِ کَذِبُہٗ (সূরা আল মো'মিন 40: 29) (অর্থাৎ যদি সে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হয় তাহলে তার মিথ্যার কুফল তারই উপর বর্তাবে- অনুবাদক)-এর প্রতিও তার আকিদা নেই এবং এ ধরনের আকিদা পোষণ করতেও চান না। বরং 'কাতউল ওয়াতিন পত্রিকা কোরান শরীফের এই আয়াতসমূহকে রদ করে দিয়েছে। আর তাদের নিকট এই সমূহ আয়াতগুলি এমনই যেমন وَقَدۡ خَابَ مَنِ افۡتَرٰی (সূরা ত্বাহা 20: 62) (অর্থাৎ যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে অবশ্যই বিফল হবে- অনুবাদক) এবং যেমন আয়াত اِنَّ الَّذِیۡنَ یَفۡتَرُوۡنَ عَلَی اللّٰہِ الۡکَذِبَ لَا یُفۡلِحُوۡنَ। (সূরা আন্ নাহ্‌ল- 16: 117)

* আমার প্রতিটি শ্বাসের সাথে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য আসে। বুদ্ধিজীবিরা কোথায় যাতে তারা এসব প্রত্যক্ষ করতে পারে?- প্রকাশক

(অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করে তারা কখনো সফলকাম হয় না- অনুবাদক) এবং যেমন,

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ

(সূরা বাকারা- 2: 60) (অর্থাৎ অতঃপর তারা যারা জুলুম করেছিল তাদের যা বলা হয়েছিল তারা তা অন্য কথায় পরিবর্তন করে দিয়েছিল, সুতরাং আমরা আকাশ হতে তাদের উপর যারা জুলুম করেছিল লাঞ্ছনাজনক শাস্তি অবতীর্ণ করলাম।- অনুবাদক) এই সমস্ত আয়াত মনসুখ বা বাতিল হয়ে গেছে। যা এখন আর আমলের যোগ্য নয়। অত:পর এই আয়াত সমূহের মধ্যে সেই আয়াতও রয়েছে যাতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যে যদি এই নবী কোন বক্তব্য আমার পক্ষ হতে তৈরী করে উদ্ধৃত করত, তাহলে আমি তাকে ধৃত করতাম। এবং তার জীবন শিরা কর্তন করে দিতাম। মোটকথা এ সমস্ত আয়াত 'কাতউল ওয়াতিন পত্রিকার দ্বারা রদ হয়ে গেছে। আর এর দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে,এ সমস্ত অঙ্গীকার যা খোদা-তা'লার উপরের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপকারীদের সম্বন্ধে এসেছে, এ সব বাস্তব বিরোধী কথা ছিল এবং এই সমস্ত নবী (আ.) নাউযুবিল্লাহ্‌ যদি মিথ্যারোপকারী হতেন, তথাপি হাফিয সাহেবের কথা অনুসারে তারা ধ্বংস হতেন না। এক কথায় খোদাতা'লার রাজপাটে মিথ্যারোপকারীদের জন্য কোন (শাস্তির) ব্যবস্থা নেই। এবং সেখানে সব ধরণের প্রতারণা☆পার পেয়ে যায় এবং এই সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে যে, যদি খোদার প্রতি কোন নবী মিথ্যারোপও করে তথাপি পার্থিব জীবনে তার জন্য কোন শাস্তি নির্ধারিত নেই। বরং খোদা তা'লার

☆ হাফিয সাহেবের দৃষ্টিতে মিথ্যা পয়গম্বরদেরও এরূপ সাহায্য ও সমর্থন হতে পারে যে শত্রুদের প্রাণপণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা ততদিন পর্যন্ত জীবিত থাকতে সক্ষম যতদিন না তারা স্ব স্ব ধর্মকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। তাই এই নীতি অনুসারে সমস্ত সত্য নবীও ধরাশায়ী হয়ে যান এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ভয়ংকর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং স্বভাবতই হাজার হাজার শত্রুদের শত শত মন্দ ইচ্ছা এবং মিথ্যারোপ ও অপচেষ্টা সত্ত্বেও একজন প্রত্যাদিষ্টকে জীবিত রাখা এবং তাঁর ধর্মকে পৃথিবীতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এটা খোদাতা'লার এক বড় অলৌকিক ঘটনা যা একমাত্র সত্য ও পূর্ণ নবীগণকে প্রদান করা হয়। কিন্তু যদি আমরা ধরে নিই যে এই মো'জেযা প্রদর্শনে মিথ্যা পয়গম্বরেরাও সক্ষম সেক্ষেত্রে মো'জেযা বা অলৌকিকতাও আস্থাযোগ্য আর কোন বিষয় রইল না, আর না সত্য নবীর সত্যতাতেও কোন অকাট্য নিদর্শন অবশিষ্ট রইল। অবিশ্বাস্য! হাফিয সাহেব আপনি ইসলামকেই ধ্বংস করে ফেলেছেন। হাফিয হোক তো এমনই হোক! - লেখক

বিধান অপেক্ষা মানুষের তৈরী সরকারের আইনই শ্রেষ্ঠ, যেখানে মিথ্যা তথ্য প্রমাণ প্রস্তুতকারী হাতে নাতে ধরা পড়লে শাস্তি পেয়ে থাকে। এখানে এই সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল যে আঁ হযরত (সা.)-এর কোরআনের পরিপূর্ণতা পর্যন্ত যা ২৩ বছর কালের সময় ছিল অব্যাহতি পাওয়া এবং বিরোধিতামূলক প্রচেষ্টা যা তাঁকে ধ্বংস করার জন্য ছিল, সে সব হতে তাঁর সুরক্ষিত থাকা এবং জীবন পরিপূর্ণ করে খোদার নির্দেশে পৃথিবী হতে বিদায় নেওয়া, যেমনটা আমার জন্যও ৮০ বছরের জীবনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যতক্ষণে আমি আমার সমস্ত কিছু পরিপূর্ণ করে নিই- এ সমস্ত কথা হাফিয সাহেবের দৃষ্টিতে কোন মো'জেযা বলে গণ্য নয়। আর না এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার কারণে কোন ব্যক্তিকে সত্যবাদী মনে করা হয়ে থাকে। মোটকথা আমি কিংবা আঁ হযরত (সা.)- হাফিয সাহেবের বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সুরক্ষা এবং খোদা প্রদত্ত সম্মানকে আপন আপন সত্যতার প্রমাণ বলতে পারব না। কারণ তার মতে মিথ্যাবাদীও এইরূপ করতে সক্ষম। কিন্তু এভাবে তো কোরআন শরীফের সমস্ত দাবী-দাওয়া ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়। কেননা, কোরআন শরীফ হতে একথা প্রমাণিত যে প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ধৃত এবং লাঞ্ছিত হবে, ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং ব্যর্থমনোরথ হবে। মনুষ্য বিবেক বুদ্ধিও এটাই মান্য করে যে মিথ্যাবাদী, খোদার প্রতিষ্ঠানকে ইচ্ছাকৃতভাবে যে বিধ্বস্ত করতে অভিলাষী তার ধ্বংস হওয়াই উচিত। একই কথা খোদাতা'লার পূর্বের গ্রন্থসমূহেও অহরহ পাওয়া যায়। কিন্তু হাফিয সাহেবের বক্তব্য হচ্ছে অনেকে মিথ্যা ওহি এবং মিথ্যা নবুয়তের দাবী করেছে এবং এই দাবী সমূহের ধারাবাহিকতা ৩০-৩০ বছর পর্যন্ত প্রবহমান রেখেছে এবং নিজেদের নবুয়তের প্রতি তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থেকেছে। তারা তাদের মিথ্যা ওহী উত্থাপন করার ধারা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখে এমন কি ঐ কুফরের উপরেই মৃত্যু বরণ করে। এমনকি খোদাতালা তাদের জীবন ও কর্মে প্রভূত কল্যাণ দান করেছেন এবং শাস্তি প্রদানে বিরত থেকেছেন। এবং একথাও প্রমাণিত হয়নি যে তারা কখনও তওবা করেছে এবং না কখনও তাদের তওবা করতঃ (পুনরায়) মুসলমান হওয়ার খবর দেশের জনগণ পেয়েছে। অথচ হাফিয সাহেব বলেন এই সমস্ত কথার প্রমাণ 'কাতউল ওয়াতিন' পত্রিকায় অতি স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে। হাফিয সাহেব লেখেন, "আমি পুরষ্কারের পাঁচ'শত টাকা নিতে চাই না। পরিবর্তে আমি চাই যে নাদওয়াতুল উলামা-র বাৎসরিক জলসায় যা ৯ই অক্টোবর

১৯০২ ইং হতে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত হবে যাতে ভারতের প্রখ্যাত আলেমগণ অংশগ্রহণ করবেন,মির্যা সাহেব অর্থাৎ এই অধম অঙ্গীকার লিখে দিক যে, যা কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে (অর্থাৎ কাতউল ওয়াতিন পত্রিকায়) যদি নির্দিষ্ট বিচারকের নিকট অর্থাৎ নাদওয়ার আলেমগণের নিকট পরীক্ষার কষ্টি পাথরে সেগুলি উত্তীর্ণ হয় অর্থাৎ নাদওয়া যদি গ্রহণ করে নেয় যে ওহীর প্রারম্ভ হতে যে বয়স আমি পেয়েছি এবং যত উজ্জ্বল ভাবে এবং জোরালো ও দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে খোদার ওহীর প্রতি আমার দাবি রয়েছে এবং আমি যেরূপে খোদার ওহীর সহস্রাধিক বাক্যাবলী আমার সম্পর্কে লিখেছি এবং পৃথিবীতে প্রচার করেছি, একইভাবে তারাও প্রচার করেছিল এবং খোদার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর তারা ধ্বংস হয়নি, বরং আমার ন্যায় তাদেরও জামাত হয়েছিল, তাহলে এরূপ অবস্থায় আমাকে সেই মজলিসে তওবা করা উচিত।" আমি স্বীকার করছি যে নাদওয়ার আলেমগণ, যদি খোদাতা'লা তাদেরকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে থাকেন এবং তাকওয়া ও ন্যায় পরায়ণতাও থাকে এবং পরিপূর্ণ চিন্তা ভাবনা করার সময়ও তাদের হাতে থাকে, তাহলে তারা অবশ্যই আমার বর্ণনা এবং হাফিয সাহেবের কাতউল ওয়াতিনের বর্ণনা দেখে প্রকৃত ফতোয়া দিতে পারবেন। কিন্তু আমি অমৃতসরে নাদওয়ার নিকট আসতে পারি না, কেননা তাদের প্রতি আমার শুভ ধারণা নেই। প্রকৃত কথা এই যে আমি না তো তাদেরকে মুত্তাকী জ্ঞান করি (ভবিষ্যতে যদি খোদা কাউকে মুত্তাকী করে দেন, তাহলে সেটা তাঁর অনুগ্রহ) আর না কুরানের তত্বজ্ঞানের ওয়াকিবহাল তাদেরকে মনে করি। কেননা এই বিষয় لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ (আল্ ওয়াকে'য়া 56:80) (অর্থাৎ কেবল পবিত্রতা অর্জনকারীরাই এর যথার্থতা অনুভব করবে।- অনুবাদক)-এর উপর নির্ভরশীল। অতএব আমি তাদেরকে বিচারক রূপে কী কারণে স্বীকার করব। হ্যাঁ, যদি তাদের মধ্য হতে কয়েকজন নির্বাচিত মৌলবী সত্যান্বেষী হয়ে কাদিয়ানে আসে, তাহলে আমি তাদেরকে মৌখিকভাবে তবলীগ করতে পারি। অন্যথায় খোদার কর্ম অব্যাহত রয়েছে। কোন শত্রু একে বিরত রাখতে পারবে না। সেক্ষেত্রে বিরোধীদের ফতোয়া নেওয়া অর্থহীন। তবে হ্যাঁ, আমরা হাফিয সাহেবের এই বিজ্ঞাপন হতে নাদওয়ার জন্য তবলীগের একটা সুযোগ বের করতে পারি। হাফিয সাহেব স্মরণ রাখুন কাতউল ওয়াতিন পত্রিকায় নবুয়তের মিথ্যা দাবীকারক সম্বন্ধে মাথা মুন্ডুহীন যে তত্ত্ব লেখা হয়েছে সেই

সব তত্ত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত একথা প্রমাণিত না হয় যে মিথ্যাবাদীরা তারা নিজেদের মিথ্যা দাবীতে অবিচল থেকেছে এবং তওবা করেনি। আর তাদের এই অবিচল থাকা কিরূপে প্রমাণিত হতে পারে? যতক্ষণ পর্যন্ত সমসাময়িক কোন লেখনীর দ্বারা একথা প্রমাণিত না হয় যে তারা তাদের মিথ্যা নবুয়তের দাবীর কারণে মারা গেছে। এবং তার জানাযা সমসাময়িক কোন মৌলবী পড়ায়নি এবং তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে কবরস্থ করা হয় নি। অনুরূপভাবে এসব ঘটনাবলী কখনই সত্য প্রমাণিত হতে পারে না যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রমাণিত হয় যে তাদের সারাটা জীবনের মিথ্যাচারিতা যেগুলোকে তারা ধোঁকাস্বরূপ ঐশী বাণী বলে প্রচার করেছিল এখন সেগুলো কোথায় এবং তাদের ওহীর এমন গ্রন্থ কার কার নিকট আছে যাতে সেই গ্রন্থটিকে চাক্ষুষ করা যায়। সে কি কখনও কোন দৃঢ় ও অকাট্য ওহীর দাবী করেছে? এবং এর ভিত্তিতে নিজেকে প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ অথবা প্রকৃতরূপে আল্লাহ্‌র নবী সাব্যস্ত করেছে? এবং নিজ ওহীকে অন্যান্য আম্বিয়া আলায়হিমুস সালাম-এর ওহীর ন্যায় আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সম মানের জ্ঞান করেছে, যেন তাক্বাওওয়ালা-র অর্থ তার উপর সত্যায়নকারী সাব্যস্ত হয়। হাফিয সাহেব জানেন না যে **তাক্বাওওয়ালা**-র নির্দেশ দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং যেমনটা আমি বারংবার বর্ণনা করেছি যে আমি যেসব 'কালাম' (ঐশীবাণী- অনুবাদক) শুনিয়ে থাকি, দৃঢ় ও নিশ্চিতরূপে একান্তই তা খোদাতা'লার বাণী, যে রূপে কোরআন ও তৌরাত খোদার বাণী। আর আমি খোদার পক্ষ হতে প্রতিচ্ছায়া রূপে নবী এবং প্রত্যেক মুসলমানের উচিত ধর্মীয় বিষয়ে আমাকে অনুসরণ করা। আমাকে মসীহ্‌ মাওউদ মান্য করা আবশ্যক। প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যার নিকট আমার সংবাদ পৌঁছে গেছে অথচ সে মুসলমান হয়েও আমাকে হাকাম বা ন্যায় বিচারক রূপে গ্রহণ করে না ও আমাকে মসীহ্‌ মাওউদ মান্য করে না এবং আমার ওহী সমূহকে খোদার পক্ষ হতে জ্ঞান করে না সে আকাশে জিজ্ঞাসিত হবে। কেননা যে বিষয়কে তার নিজ সময়ে গ্রহণ করার ছিল, তাকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি শুধুমাত্র এতটুকু ঘোষণা করি না যে, যদি আমি মিথ্যাবাদী হতাম তাহলে ধ্বংস হয়ে যেতাম। বরং এ দাবীও রাখি যে মূসা, ঈসা, দাউদ এবং মহানবী (সা.)-এর ন্যায় আমিও সত্য। আর আমার সত্যায়নের জন্য আল্লাহ্‌ তা'লা দশ হাজারেরও বেশি নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। কোরআন

আমার সাক্ষ্য প্রদান করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার সাক্ষ্যপ্রমাণ সুনিশ্চিত করেছেন। পূর্ববর্তী নবীগণ আমার আগমনের যে সময়কাল নির্ধারণ করে দিয়েছেন এটাই সেই সময়। কোরআনও আমার আগমনের জন্য এই যুগকে চিহ্নিত করেছে। আর এটাই সেই সময় যখন আকাশ এবং ধরাপৃষ্ঠ আমার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রমাণের অবতারনা করেছে। এমন কোন নবী নেই, যে আমার অনস্বীকার্যতা স্বীকার করেনি। আর আমি যে বর্ণনা করেছি আমার দশ হাজার নিদর্শন রয়েছে এটা কেবল প্রাচূর্য স্বরূপ লেখা হয়েছে। অন্যথায় আমি সেই সত্ত্বার শপথ করে যার হাতে আমার প্রাণ নিবেদিত বলছি যে যদি একখানা হাজার অধ্যায়ের সাদা গ্রন্থও হয় এবং আমি তাতে নিজের সত্যতার প্রমাণাদি লিখতে ইচ্ছে করি তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে উক্ত গ্রন্থেরই পরিসমাপ্তি ঘটবে তথাপি সেইসব প্রমাণাদি নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে বলেছেন,

وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

(সূরা আল্ মো'মেন 40 : 29) অর্থাৎ যদি এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তোমাদের সম্মুখেই সে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার মিথ্যাচারই তাকে ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তার ভবিষ্যদ্বাণীর কুলক্ষে পরিণত হবে এবং তার সম্মুখেই এই পৃথিবী হতে বিদায় নেবে। এখন এই মানদন্ড অনুসারে যা আল্লাহ্‌তা'লার গ্রন্থে বলা হয়েছে আমাকে পরীক্ষা কর এবং আমার দাবীকে বিচার কর। এ কথা কি সত্য নয় যে তথাকথিত এই মৌলবী সাহেবগণ আমার ধ্বংসের জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কুফরনামা প্রস্তুত করতে করতে তাদের অধমাঙ্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। অশালীন বাক্যের বিজ্ঞাপনী প্রকাশে শিয়াদেরকেও তারা হার মানিয়েছে। আমার উপর হত্যার মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে এবং বহুবার ফৌজদারী অপবাদ দিয়ে আমাকে আদালত পর্যন্ত পৌঁছানো হয়েছে। আমার দিকে আগমনকারীদের উপর সেই কাঠিন্য অবলম্বন করা হয়েছে যা সাহাবাগণের মক্কায় অবস্থান কালের জীবন ব্যতিরেকে পৃথিবীতে এই অপমান ও লাঞ্ছনা এবং অত্যাচারের দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমার অনেক ভিনদেশি অনুসারী যাদেরকে নিজ দেশে হত্যা করা

হয়েছে। মোটকথা এই যে, আমাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত করার জন্য এবং আমার দিকে আগমনকারী মানুষদের পথে অন্তরায় সৃষ্টির জন্য সর্ব্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে আর কোনও প্রকার পন্থা বাদ রাখা হয়নি। অনেক নির্লজ্জ কর্মকান্ড ঐ মৌলবীদের মধ্য হতে অনেকের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। আমার উপর মিথ্যা গোয়েন্দাগিরি করা হয়েছে এবং অকারণে সরকারের নিকট ঘটনার বিপরীত কথা সাজিয়ে প্ররোচিত করা হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত এ সবের প্রতিফল কি বের হয়েছে তার কি কোনও ধারণা আছে? এটাই হয়েছে যে আমি ক্রমাগত উন্নতি করে গেছি যখন কিনা এই সমস্ত লোকেরা আমাকে কাফের ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য দন্ডায়মান হয়েছে আর স্বঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে আমরা খুব শীঘ্রই এই ব্যক্তিকে ধ্বংস করে ফেলব। সে সময় আমার সঙ্গে কোন বিশাল জামাত ছিল না। হাতে গোনা (গুটি-কতক) মানুষ ছিল মাত্র। বরং বারাহীনে আহমদীয়ার যুগে, যখন বারাহীনে আহমদীয়া ছাপানো হচ্ছিল তখন আমি একাকী ছিলাম। কে প্রমাণ করতে পারবে যে সে সময় আমার সঙ্গে একজনও ছিল। এটা সেই সময় ছিল, যখন কিনা খোদাতা'লা পঞ্চাশেরও বেশি ভবিষ্যদ্বাণীতে আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে এখন যদিও তুমি একা, কিন্তু সে সময় অতি সন্নিকটে যখন তোমার সাথে একটা জগৎ থাকবে এবং সেই দিনও আসন্ন যখন তোমার মর্যাদা এত বেশি বৃদ্ধি পাবে যে রাজা বাদশাহ্‌গণ তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষন করবেন। কারণ তুমি কল্যাণমন্ডিত হবে। খোদা পবিত্র, তিনি যা ইচ্ছা তাই'ই করেন। তিনি তোমার বংশধারা এবং তোমার জামাতকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসারিত করবেন। তাদেরকে কল্যাণমন্ডিত করবেন এবং বর্দ্ধিত করবেন আর তাদের সম্মান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন- যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের কৃত অঙ্গীকার রক্ষায় অবিচল থাকবে। এখন চিন্তা করে দেখ যে বারাহীনে আহমদীয়ার সেই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি এখানে যার অনুবাদ লেখা হয়েছে এটা সেই সময় ছিল যখন পৃথিবীর কোন একজনও আমার সঙ্গে ছিল না। তখন খোদাতাআলা আমাকে এই দোয়া শিখিয়েছেন, رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ (আল আম্বিয়া 21:90) অর্থাৎ হে খোদা! আমাকে একাকী পরিত্যাগ করো না এবং তুমি সবচেয়ে উত্তম উত্তরাধিকারী। এই ইলহামী দোয়া বারাহীনে (আহমদীয়া-তে) উল্লেখ আছে। মোটকথা এখনকার জন্য তো বারাহীনে আহমদীয়া স্বয়ং সাক্ষী বহন করছে যে সে সময় আমি একজন অচেনা মানুষ ছিলাম। কিন্তু

আজ বিরোধীতামূলক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এক লক্ষেরও বেশী আমার জামাত বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান। অতএব এটা কী মো'জেযা (অলৌকিক ঘটনা-অনুবাদক) নয় যে আমার বিরোধীতার উদ্দেশ্যে ও আমাকে লাঞ্ছিত করার জন্য সব ধরণের ধোঁকাবাজি করা হয়েছে, ষড়যন্ত্র রচনা করা হয়েছে, কিন্তু এই সব মৌলবী এবং তাদের ছোট-বড় সমস্ত সহযোগীরা অসফল হয়েছে। এ সব যদি মো'জেযা না হয় তবে নাদওয়ার জুব্বাধারীরা নিজেরাই বর্ণনা করুক যে মো'জেযা কিসের নাম? আমি যদি মো'জেযা প্রদর্শনকারী না হই সেক্ষেত্রে আমি মিথ্যাবাদী। যদি কোরআন হতে মরিয়ম পুত্রের মৃত্যু প্রমাণিত না হয় সেক্ষেত্রে আমি মিথ্যাবাদী। যদি মিরাজের হাদীস মরিয়ম তনয়কে মৃতদের মাঝে না বসিয়ে রাখে তবে আমি মিথ্যাবাদী। যদি কোরআন সূরা নূর-এর মধ্যে এটা না বলে থাকে যে এই উম্মতের খলীফা এই উম্মতের মধ্য থেকেই হবে তাহলে আমি মিথ্যাবাদী। যদি কোরআন আমাকে মরিয়ম পুত্র আখ্যায়িত না করে থাকে তাহলে আমি মিথ্যাবাদী। হে মরণশীল মানুষ! সাবধান হয়ে যাও এবং চিন্তা কর এটা মো'জেযা ব্যতিরেকে আর কি-ই যে বিরুদ্ধবাদীদের এত যুদ্ধবিগ্রহ-ঝগড়াঝাটির পরও পরিশেষে বারাহীনে আহমদীয়ার সেই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সত্য প্রমাণিত হয়েছে যা আজ থেকে বাইশ বছর পূর্বে করা হয়েছিল। তোমরা প্রমাণ করতে পারবে না যে একজন মানুষও সেকালে আমার সঙ্গে ছিল। কিন্তু বর্তমানে যদি আমার জামাতের মানুষদেরকে নিয়ে একস্থানে জনবসতি স্থাপন করা হয়, তাহলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে তা অমৃতসর শহরের চেয়েও কিছু বেশি হবে। অথচ বারাহীনের যুগে যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তখন আমি শুধু একা ছিলাম। অতঃপর মৌলবীদের প্রতিবন্ধকতা যদি মাঝে না থাকত তাহলে বারাহীনে আহমদীয়ার ভবিষ্যদ্বাণী দ্বিগুণ মাত্রায় পরিপূর্ণ হত না। কিন্তু এখন তো মৌলবী এবং তাদের অনুচরদের বিরোধীতামূলক প্রচেষ্টাগুলি এই নিদর্শনকে দ্বিগুণ মাত্রায় পরিপূর্ণ করেছে। বস্তুত: নিবন্ধে বর্ণিত وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ (আল্ মো'মেন 40:29) অনুযায়ী আমার শুধুমাত্র সত্যবাদী হওয়ার কারণে উক্ত আয়াতে নির্ধারিত শাস্তি হতে মুক্তি লাভ হয়ে যেত। তাছাড়া এখন বারাহীনে আহমদীয়ার সুমহান ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যা আজ হতে ২০-২২ বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়েছিল, এখন তা পূর্ণতা লাভ করেছে এবং সহস্রাধিক জ্ঞানী ও বিশিষ্টজনের সমূহ আমার সঙ্গে হয়ে গেছে। এবার এই আয়াতের দ্বিতীয় অংশটি লক্ষ্য

কর, وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ (আল্ মো'মেন- 40:29) এই মানদন্ডটিও কত মর্যাদার সঙ্গে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। খোদাতা'লা আমাকে সম্বোধনপূর্বক জানিয়েছেন- انى مهين من اراد اهانتك - অর্থাৎ প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে তোমাকে লাঞ্ছিত করবে, সে মরবে না যতক্ষণ না সে নিজের লাঞ্ছনা পরিদৃষ্ট করবে। এখন মৌলবীদেরকে জিজ্ঞাসা কর তারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খোদার নির্দেশে কোন লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করেছে কি না? সুতরাং আমাকে লাঞ্ছনাকারী এমন কে আছে যে বলতে পারে কোরানের এই ভবিষ্যদ্বাণী - يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ (আল মো'মেন- 40:29) আমার সমর্থনে প্রকাশ পায়নি? বরং কোরআন শরীফ (بعض) 'বা'য' শব্দ দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছে যে শাস্তিপ্রদানকারী কোন ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য গুটিকতক উদাহরণই যথেষ্ট। আর এ স্থানে দৃষ্টান্তের অভাব নেই। গোলাম দস্তগীর নিজ গ্রন্থ ফাতাহ্ রহমানিতে অর্থাৎ তার সাতাইশ পৃষ্ঠায় দ্যর্থহীন ভাষায় আমার অমঙ্গল কামনা করে অর্থাৎ উভয়পক্ষের মধ্যে মিথ্যাবাদীর প্রতি বদ-দোয়া করে কিছু দিনের মধ্যে নিজেই মারা গেল- বিরোধীদের জন্য কী এর মধ্যে কোন প্রকার লাঞ্ছনা নেই?*

মহম্মদ হাসান ভ্যঁয় নিজের লেখনীতে 'লানাতুল্লাহি আলাল কাযিবিন'- শব্দ আমার বিরুদ্ধে লিখেছে। বইটি সে সম্পূর্ণই করতে পারেনি এমতাবস্থায় ভয়ানক শাস্তিতে নিপতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। পীর মেহের আলী শাহ নিজ পুস্তকে আমায় লানাতুল্লাহি আলাল কাযিবিন বলে অভিহিত করে। তৎপরবর্তিতে চুরির অপরাধে সে এমনভাবে গ্রেফতার হয়☆ যে মৃত মহম্মদ

* লক্ষ্য কর এটা কী কোন মো'জেযা নয় -যে মৌলবী মক্কার কিছু অজ্ঞ মোল্লাদের দ্বারা আমার প্রতি কুফরের ফতোওয়া লিখিয়েছিল মুবাহেলা করে সে স্বয়ং মারা গেল। -লেখক

☆ মেহের আলী মৃত মহম্মদ হাসানের সমালোচনার উপর ভরসা করে এই অজ্ঞতাপূর্ণ অপবাদ আমার প্রতি আরোপ করেছে যে আরবের বেশ কিছু জনপ্রিয় দৃষ্টান্ত কিংবা উপমা যা মকামাতে হারিরি ইত্যাদিরাও অনুকরণ করেছে সেগুলি উদ্ধৃতিস্বরূপ আমার গ্রন্থেও বিদ্যমান যা দুই-তিন লাইনের অধিক নয়- এসব ঐ অজ্ঞের দৃষ্টিতে চুরি বলে গণ্য হয়েছে। সুতরাং এই সময় ভবিষ্যদ্বাণী انى مهين من اراد اهانتك (অর্থাৎ যে তোমাকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করবে, আমি তাকে লাঞ্ছিত করব- অনুবাদক)- এর আত্মপ্রকাশ করা অবশ্যম্ভাবী ছিল। অতঃপর সে একটি সম্পূর্ণ বই-এর চোর প্রমাণিত হয়েছে এবং তঞ্চকতার আশ্রয় নিয়ে ভ্রান্ত সমালোচনার অনুসরণ করেছে। অনুধাবনও করতে পারল না যে এটা আসলে তার দুর্নীতিপরায়ণতা। এরূপে সে তিনটি মহা অপরাধে ধৃত হয়েছে। এগুলো কি মো'জেযা নয়? -লেখক

হাসানের পুরো বইটাই সে চুরি করে এবং দাবী করে যে এটা তার লেখা। সে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এর নাম দেয় সাঈফ চিস্তিয়াঈ। অতঃপর তৃতীয় জটিলতা হ'ল মৃত মহম্মদ হাসান আমার পুস্তক **এজাযুল মসীহ্‌**র উপর যতটা পর্যালোচনা করেছিল তার পুরোটাই মিথ্যা ও ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়। সে তখন পূণর্মূল্যায়নও করে উঠতে পারেনি এমন সময়ে মারা যায়। (অথচ) এই নির্বোধ যে আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞাত তার এই সমস্ত মিথ্যা প্রতিপাদনসমূহকে সে সত্য মনে করেছে। এখন বলো দেখি এটাও এক প্রকারের মৃত্যু কিনা, বইয়ের পাণ্ডুলিপি চুরি করেছে এবং তার চুরি ধরা পড়ে গেছে। অতঃপর গদ্দীনশীন হয়েও সুস্পষ্ট মিথ্যাচারিতার আশ্রয় নিয়েছে- বলে যে এই পুস্তক আমি লিখেছি। আর যা কিছু চুরি করেছে তা এমন ত্রুটিপূর্ণ যেন কোন এক আবর্জনার স্তুপ। জাহান্নামের আযাব কী এই যন্ত্রণার চেয়ে বড়?☆

অতঃপর হাফিয সাহেবের নিকট সংক্ষেপে বলতে চাই যে আমার তওবা করার জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট হবে না যে ধরে নেওয়া যাক কোন নবুয়তের দাবীকারকের এমন কোন ঐশী গ্রন্থ উদ্ভূত হল, যাকে সে কোরআন শরীফের ন্যায় (যেমনটা আমার দাবী) খোদার এমনই ওহী বলে দাবী করে যার গুণমান **'লা রায়বা ফিহে'** (অর্থাৎ যা সন্দেহাতীত- অনুবাদক) যেমন আমি বলে থাকি এবং যেন এ কথাও প্রমাণিত হয় যে সে তওবা না করেই মৃত্যুবরণ করেছে এবং মুসলমানগণ নিজেদের কবরস্থানে তাকে কবরস্থ করেনি এবং কোন আযাব দ্বারাও সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি, তাহলে শুধুমাত্র এই যোগ্যতায় কোন মিথ্যা নবুয়তের দাবীকারক আমার সমতুল্য বলে গণ্য হতে পারে না। কেননা আমার সমর্থনে মো'জেযাও রয়েছে আর একই সঙ্গে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে যদি হাফিয সাহেব চেষ্টা করতে করতে পৃথিবী হতে বিদায়ও নিয়ে নেন অথবা কোনও আবু ইসহাক মহম্মদ দ্বীনের দ্বারা আরও এক হাজার কাতউল

☆ মেহের আলীর এই চুরি এবং অজ্ঞতাবশতঃ ভ্রান্তির উপর আস্থা রাখা এবং নির্বোধের ন্যায় মরিয়ম পুত্রকে জীবিত বানানো ইত্যাদি এমন বিষয় যা সোজাসুজি অজ্ঞতা ও মুর্খতা বশতঃ তার দ্বারা সংঘঠিত হয়েছে। এই সম্পর্কে আমার পক্ষ হতে একটা শক্তিশালী পুস্তক রচনা হচ্ছে, যার নাম 'নুযুলুল মসীহ্‌' যার দ্বারা তার স্বপ্ন প্রাসাদ (তম্বুর চিস্তিয়াঈ) চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে শুধু মাত্র ধুলো ময়লা অবশিষ্ট থেকে যাবে যা মেহের আলীর চোখে গিয়ে পড়বে এবং তার জীবনকে অনিষ্ট করে তুলবে। এই পুস্তকের এগারোটা পাঠ ছেপে গেছে।- লেখক

ওয়াতীনের ন্যায় পত্রিকা লিপিবদ্ধ করান এবং এ ধরনের ব্যক্তি নিজের জন্য আত্মহননকে শ্রেয় মনে করে কাতউল ওয়াতীন'ই বানিয়ে নেন তথাপিও হাফিয সাহেবের সৌভাগ্য হবে না যে, যেভাবে আমি ২৩ বছর ধরে নিজের ওহী আজও পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশ করে চলেছি, একইভাবে সেও তার বিরামহীন ২৩ বছরের ওহীর সংকলন উপস্থাপন করতে পারবে যার প্রতি সে আমার ন্যায় শপথ করে বলতে পারে যে এই ওহীসমূহ দৃঢ় ও অকাট্য রূপে খোদাতাআলার বাণী। আমি যদি মিথ্যা বলে থাকি তাহলে আমার প্রতি খোদাতা'লার অভিশাপ হোক। যেমনটা আমি নিজের পুস্তকসমূহে এই শব্দবন্ধ নিজের জন্য লিখে এসেছি। এটা অতি নিম্নমানের কথা যে মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে আমার তুলনা করা হবে। আমার স্বপক্ষে তো এর চেয়ে অনেক উত্তম প্রমাণাদি রয়েছে, যেমন হাজার হাজার ঐশী নিদর্শনাবলী এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে যার হাজার হাজার সাক্ষী রয়েছে। সেই সাথে কোরান শরীফ আমার সত্যায়নকারী। আমার কী এ অধিকার নেই যে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সময় আপনার নিকট এ সমস্ত প্রমাণাদি আপনার উপস্থাপনকৃত কোন মিথ্যাবাদী সম্পর্কে যাচনা করব। আচ্ছা বলুন দেখি আমি ভিন্ন কার জন্য দারকুতনীর হাদিস অনুসারে **চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ** সংঘটিত হয়েছে? সহীহ্ হাদিস অনুসারে **প্লেগের** প্রাদুর্ভাব কার জন্য ঘটেছে? কার জন্য **পুচ্ছধারী নক্ষত্র** প্রকাশিত হয়েছে? কার পক্ষে **লেখরাম** ইত্যাদির লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে? কিন্তু নাদওয়াতুল উলামা যদি নিজেকে নামধারী রাখতে চায় সেক্ষেত্রে হাফিয সাহেবের এতে কোন ভূমিকা থাক বা না থাক এখন তাদের আপন সুপথপ্রাপ্তির জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট হতে পারে যে হাফিয সাহেবের নিকট হতে এ ধরনের নবুওতের দাবীকারক সম্পর্কে শপথ নিয়ে প্রমাণ চাওয়া হোক যার মিথ্যা ওহী কুরান শরীফের ন্যায় ২৩ বছর পর্যন্ত বিরামহীনভাবে জারি ছিল। তার নিকট হতে প্রমাণ চাওয়া হোক যে তারা কোথায় শপথ নিয়ে বলেছে যে, আমরা প্রকৃতপক্ষে নবী আর আমাদের ওহী কোরআনের ন্যায় দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্য। এবং এ প্রমাণও চাওয়া হোক যে তারা সমসাময়িক মৌলবীদের ফতওয়া দ্বারা কাফের আখ্যায়িত হয়েছিল কিনা। আর যদি আখ্যায়িত না হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ কি? এ ধরণের মৌলবীরা কী পাপী ও দুঃশ্চরিত্র ছিল যারা ধর্মের মধ্যে এমন উদাসীনতা প্রদর্শন করেছে? সেই সাথে এই প্রমাণও দিতে

বলুন যে এ ধরনের মানুষ কোন্ কবরস্থানে কবরস্থ হয়েছে? মুসলমানের কবরে না কী ভিন্ন কোথাও? এবং ইসলামী রাজত্বে☆ তাকে হত্যা করা হয়েছিল না কী শান্তির সঙ্গে জীবন যাপন করেছে?

হাফিয সাহেবের নিকট এই প্রমাণ চাওয়া হোক। অতঃপর আমার মো'জেযা সমূহ এবং কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদির যাচাই করার জন্য নাদওয়ার কয়েকজন নির্বাচিত আলেম কাদিয়ানে আসুন এবং আমার নিকট হতে ঐশী নিদর্শনাবলী এবং যুক্তি-প্রমানাদি অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের স্বতঃ প্রকাশিত প্রমাণাদি সংগ্রহ করুন। অত:পর নবীগণের সুন্নত অনুসারে আমি যদি পুরো প্রমাণ না দিই তাহলে আমি প্রস্তুত যে আমার সমস্ত পুস্তক জ্বালিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু এত পরিশ্রম করা বড় খোদাওয়ালা মানুষেরই কাজ। নাদওয়ার কীসের এত প্রয়োজন এই মাথাব্যথা তুলে নেওয়ার এবং আখেরাতের কিসের এত চিন্তা রয়েছে যে তারা খোদাকে ভয় করবে? কিন্তু নাদওয়ার আলেমগণ এক এক করে শুনে রাখুন তারা চিরকাল এই পৃথিবীতে থাকতে পারবেন না। মৃত্যু আহ্বান জানাচ্ছে। আর যে ক্রীড়া-কৌতুকে তারা নিমজ্জিত হচ্ছে যার নাম তারা দ্বীন রেখেছে, খোদা তাআলা আকাশ থেকে সব কিছু লক্ষ্য করছেন এবং তিনি উত্তম রূপে অবগত যে ওসব আসলে দ্বীন বা ধর্ম নয়। তারা শুধুমাত্র খোসাতেই সন্তুষ্ট এবং মজ্জা হতে অজ্ঞাত হয়ে রয়েছে। এটা ইসলামের জন্য শুভাকাঙ্খা নয় বরং অশুভ কামনা। হায়! যদি তাদের দৃষ্টি থাকত তাহলে তারা বুঝত খোদার মসীহ্‌কে অস্বীকার করে পৃথিবীতে মহাপাপ সংঘটিত হয়েছে। মৃত্যুর পর সকলেই একথা জানতে পারবে। হাফিয সাহেব আমাকে ভীতি প্রদর্শন করেন যে যদি তুমি অমৃতসরে না আস তাহলে নিজ দাবীতে সমগ্র পৃথিবীতে তুমি মিথ্যাবাদী বলে পরিগণিত হবে। হে হাফিয সাহেব! পৃথিবীটা কার? খোদার না কী আপনার? আপনারা তো এখনও আমাকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করছেন। এরপর আর কি বোঝার থাকল? আপনাদের জগতের প্রতি আমার

☆ ইসলামী রাষ্ট্রে এ প্রমাণ দেওয়াই যথেষ্ট হবে না যে এমন ব্যক্তি যে নবুওতের দাবীকারক ছিল মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়নি এবং না তার জানাযা পড়া হয়েছে। বরং যথেষ্ট প্রমাণের জন্য এ কথাও প্রমাণ করতে হবে যে তাকে হত্যা করা হয়েছিল কেননা সে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী ছিল। উপরন্তু হাফিয সাহেব যদি এই প্রমাণ দিয়ে দেন তাহলে তিনি যেন সেই বিষয়কেই গ্রহণ করে নিলেন, যে বিষয় হতে তিনি পলায়ন করছিলেন।- লেখক

কিসের ভ্রুক্ষেপ। প্রত্যেকটা প্রাণ আমার খোদার পদতলে অবস্থান করছে। হে কুচক্রী হাফিয শুনে রাখ! তুমি আর কি জানো খোদাতা'লার কতই না সমর্থন আমাকে উন্নতি দান করে চলেছে! বিদ্বেষপোষণকারীরা যদি মারাও যায় তবুও উন্নতির এই ধারা অব্যাহত থাকবে। কেননা তা কোন মানবীয় হাত দ্বারা নয় বরং খোদার হাতের দ্বারা এবং খোদার অঙ্গীকার অনুযায়ী তা সম্পন্ন হয়ে চলেছে। খোদাতাআলা আমার জামাতের মাধ্যমে পাঞ্জাব এবং ভারতবর্ষের শহরগুলিকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। কয়েক বছরেই এক লক্ষেরও অধিক মানুষ আমার বয়াত করেছে। আপনি কি এখনও বুঝতে পারেন না যে আকাশের উপর কার সমর্থনে এসব করা হচ্ছে। আমার মনে হয় দশ হাজারের মত মানুষ প্লেগের (নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার-অনুবাদক) মাধ্যমে আমার জামাতে প্রবেশ করেছে। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে অল্প দিনের মধ্যে আমার জামাত দ্বারা এ ধরাপৃষ্ঠ পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। হে হাফিয সাহেব! আপনি কি সেই হাফিয সাহেব নন, যিনি আমাকে নিঃস্বার্থভাবে বলেছিলেন যে মৌলবী আব্দুল্লাহ্ সাহেব গজনবী বলতেন 'কাদিয়ানে একটা নূর অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তা হতে আমার সন্তানেরা বঞ্চিত রয়ে গেল!' আফসোস আপনি আব্দুল্লাহ্ সাহেবকে কবরের মধ্যে কষ্ট দিয়েছেন। তার কথার বিরুদ্ধে এই বিরুদ্ধাচরণ আপনার জন্য কী আবশ্যক ছিল? মিঞাঁ মহম্মদ ইয়াকুব কী আপনার নিজ ভাই নয়? তার নিকটও তো একটু জিজ্ঞেস করে নিতে পারতেন। তিনি তো প্রায় দশ বছর হতে দোহাই দিচ্ছেন যে তাকেও মৌলবী আব্দুল্লাহ্ সাহেব গজনবী কাদিয়ানেরই উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে নূর কাদিয়ানেই অবতীর্ণ হবে এবং তিনি গোলাম আহমদ। তিনি সংবাদ পাঠিয়েছেন যে তিনি এখনও এই সাক্ষ্য প্রদানে অবিচল আছেন এবং তার পত্রও আছে। অতএব আপনি হাফিয হয়েও প্রকৃত হিফাযতকারীর প্রতি ভরসা রাখেন না, জাতির ভয়ে মিথ্যা কথা বলেন! আমি চিন্তা করি যে আব্দুল্লাহ্ সাহেবের এটা কিরূপ দিব্যদর্শন ছিল যা তার সঙ্গেই ধূলি ধূসরিত হয়ে গেল। আপনার ন্যায় তার বিশিষ্ট উত্তরসূরিও তার মর্যাদা রাখতে পারল না।

والسّلام علىٰ من اتّبع الهدىٰ

'হেদায়েতের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।'

লেখক :

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ৪ অক্টোবর ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ

সমগ্র মুসলমান এবং সত্যের ক্ষুধার্থ ও পিপাসার্তদের জন্য একটি মহা সুসংবাদ

হযরত ঈসা (আ.) যার অস্বাভাবিক জীবন এবং কোরআনী শিক্ষার বিপরীতে সশরীরে আকাশে চলে যাওয়া এবং মৃতদের অন্তর্ভূক্ত না হওয়া সত্ত্বেও মৃত নবীগণের আত্মাদের সাথে যাঁরা এক প্রকারে বেহেশতে প্রবেশ করে গেছেন দলভূক্ত হওয়া, প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত কথা এমন যা সত্য ধর্মের প্রতি একটা কলঙ্ক ছিল এবং বিশেষ করে পশ্চিমা সৃষ্টিপূজারীদের একটা দীর্ঘ সময় ধরে ইসলামের একত্ববাদীদের প্রতি একটা ঋণ চলে আসছিল। আর অবলা মুসলমানরাও এই ঋণের কথা স্বীকার করে নিজেদের দায়ীত্বে একটা বড় ভারী সুদের অর্থ খ্রীষ্টানদের বাড়িয়ে দিয়েছিল। যার কারণে কয়েক লক্ষ মুসলমান এই ভারত দেশে ধর্মান্তকরণ করে খ্রীষ্টানদের হাতে বন্দী হয়ে পড়েছিল এবং ঋণ পরিশোধের কোন পথ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। যখন খ্রীষ্টানগণ বলত যে 'রাব্বানা ঈশু মসীহ্' (যীশু আমাদের প্রভু- অনুবাদক) স্বশরীরে জীবিতাবস্থায় আকাশে উঠে গেছেন, বড়ই শক্তি প্রদর্শন করেছেন, কেননা তিনি তো ঈশ্বর ছিলেন, কিন্তু তোমাদের নবী তো হিজরত করে মদীনা পর্যন্তও উড়ে যেতে পারল না, সওর পর্বতের গুহায় তিন দিন যাবত লুকিয়ে থেকে, অবশেষে বড় কষ্টের সঙ্গে মদীনা পর্যন্ত পৌঁছল। অত:পর বয়সও সঙ্গ দিল না, দশ বছর পর মৃত্যুবরণ করল। আর এখন সে কবরের মাটিতে শায়িত রয়েছে। কিন্তু যীশু মসীহ্ সশরীরে আকাশের উপরে অবস্থান করছেন এবং তথায় চিরকাল জীবিত থাকবেন। পরিশেষে আবার আকাশ হতে অবতরণ করে পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন। প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে তাকে খোদা জ্ঞান করে না সে ধৃত হবে এবং নরকে নিক্ষিপ্ত হবে।

এর কোন উত্তর মুসলমানদের জানা নেই। তাদের চরমভাবে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হতে হত। তবে এখন ঈসা মসীহের ঈশ্বরত্ব যথার্থই প্রকাশ পেয়েছে। আকাশে ওঠার সমস্ত নাটক পন্ড হয়ে গেছে। প্রথমত: হাজারেরও বেশি এমন চিকিৎসা বিদ্যার পুস্তকাবলী বিদ্যমান যেগুলি পুরোনো যুগে রোমী-ইউনানী- অগ্নিপূজারী-খ্রীষ্টান এবং সবার শেষে মুসলমানগণও সেসবের অনুবাদ

করেছিল আবিষ্কৃত হয়েছে। তন্মধ্যে একটা চিকিৎসা মরহমে ঈসা বা ঈসার মলম লিখিত আছে। আর উক্ত গ্রন্থসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে এই মলম হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য অর্থাৎ তাঁর ক্রুশীয় ক্ষতের জন্য বানানো হয়েছিল। পরবর্তীতে হযরত ঈসা (আ.)- এর কবরও কাশ্মীরে আবিস্কৃত হয়েছে। অতঃপর আরবী এবং ফার্সিতে পুরোনো বহু পুস্তকের খোঁজ পাওয়া গেছে, যেগুলির মধ্যে কিছু কিছু তো হাজার বছর পূর্বের রচনা এবং হযরত ঈসা (আ.)- এর মৃত্যুর সাক্ষী বহন করে তাঁর কবর কাশ্মীরে বর্ণনা করে। এসব ছাড়াও আজ আমাদের নিকট এমন সংবাদ পৌঁছেছে যা মুসলমানদের জন্য যেন ঈদের দিন নিয়ে এসেছে। আর সেটা হচ্ছে বর্তমানে জেরুজালেমে হাওয়ারী (সঙ্গী) পিতরসের হস্তাক্ষরকৃত প্রাচীন ইবরানী ভাষায় একখানা পুরোনো কাগজ পাওয়া গেছে, যেটা কিশ্‌তিয়ে নূহ পুস্তকের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। যার থেকে প্রমাণিত হয় যে হযরত মসীহ্ ক্রুশীয় ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বছর পর এই পৃথিবীতেই মৃত্যু বরণ করেছিলেন। আর সেই কাগজখানি একটা খ্রীষ্টান কোম্পানী আড়াই লাখ টাকা দিয়ে ক্রয় করে নিয়েছে। কেননা এটা প্রমাণ হয়েছে যে সেটা পিতরসেরই হস্তলিপি। এখন প্রকাশিত যে এত পরিমাণ প্রমাণাদি একত্রিত হওয়া সত্ত্বেও যা জোরালো সাক্ষীস্বরূপ,এই লজ্জাজনক বিশ্বাস যে ঈসা জীবিত আছে এটা হতে ফিরে না আসা একটা উন্মত্ততা বৈ কিছু নয়। অনুভূত ও প্রমাণিত বিষয়াদি হতে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। সুতরাং হে **মুসলমানগণ! তোমরা কল্যাণমন্ডিত হও,আজ তোমাদের জন্য আনন্দের দিন**। পূর্বের সেই সমস্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহকে দূর কর এবং এখন কোরান অনুযায়ী নিজেদের বিশ্বাসসমূহের সংশোধন করে নাও। দ্বিতীয়তঃ এই যে, এই শেষ সাক্ষী হযরত ঈসা (আ.)-এর সবচেয়ে প্রবীণ সাহাবীর সাক্ষী। ইনি সেই সাহাবী যিনি উদ্ধার হওয়া হস্তলিপির বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদানকালে স্বয়ং নিজের জন্য এই শব্দ ব্যবহার করেছেন যে আমি মরিয়ম পুত্রের সেবক এবং এখন ৯০ বছর বয়সে এই পত্র লিখছি, যখন মরিয়ম পুত্রের মৃত্যু হয়ে তিন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস হতে একথা প্রমাণিত এবং বড় বড় খ্রীষ্টীয় আলেমগণ এই বিষয়টিকে মান্য করেন যে পিতরস এবং হযরত ঈসার জন্ম সম-সাময়িক কালে হয়েছিল এবং ক্রুশের ঘটনার সময় হযরত ঈসার বয়স প্রায় ৩৩ বছর ও হযরত পিতরসের বয়স সে সময় ৩০-৪০ বছরের মধ্যে ছিল। (দেখুন পুস্তক স্মিথ্‌স ডিক্সিনারী ৩য়

খন্ড পৃঃ ২৪৪৬ ও মোটি টিউলস নিউ টেস্টামেন্ট হিসট্রি ও ইতিহাসের অন্যান্য গ্রন্থাবলী) এই পত্র সম্পর্কে খ্রীষ্টধর্মের বিজ্ঞ পন্ডিতগণ অনেক তথ্যানুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এটা সঠিক এবং এর জন্য বড় আনন্দ প্রকাশ করেছেন। আর যেমনটি আমি লিখে এসেছি যে এমন মর্যাদার সাথে এই লিপিটাকে দেখা হয়েছে যে একটা মোটা অর্থ তার প্রতিদানে সেই পবিত্র রাহিবের উত্তরাধিকারীদের প্রদান করা হয়েছে, যার লাইব্রেরী হতে তার মৃত্যুর পর এই লিপিটি উদ্ধার হয়েছিল। আমাদের নিকট সেই লিপিটির শুদ্ধতার মানের উপর আরও একটি অকাট্য প্রমাণ রয়েছে যে এমন একজন ব্যক্তির লাইব্রেরী হতে এটা উদ্ধার হয়েছে, যে ব্যক্তি রোমান ক্যথলিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল এবং শুধুমাত্র হযরত ঈসার ঈশ্বরত্বেই বিশ্বাসী ছিল না বরং হযরত মরিয়মের ঈশ্বরত্বেও সে বিশ্বাস রাখত। এই কাগজপত্রগুলি সে একটি পুরোনো তাবাররুকাত বা কল্যাণমন্ডিত বস্তু সমূহের মধ্যে রেখেছিল। আর যেহেতু সেটা প্রাচীন ইবরানী ভাষায় ছিল এবং তার সংকলণের পদ্ধতিও ছিল অতীত দিনের, এ জন্য এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সে অনবহিত ছিল। হযরত পিতরসের পত্র হতে যা কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে সেই প্রমাণ ব্যতীত আরও একটা নিদর্শন হ'ল পূর্বতনদের মধ্যেও খ্রীষ্টানদের বহু ফিরকা বিদ্যমান যারা এই মত পোষনকারী যে হযরত ঈসাকে ক্রুশ হতে মৃতের ন্যায় জ্ঞানহারা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল এবং একটা গুহার মধ্যে তিন দিন ধরে চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে তিনি অন্য কোথাও চলে গিয়েছিলেন। যেখানে বহুদিন পর্যন্ত জীবিত থেকেছেন। এসব মতবাদের উল্লেখ ইংরেজী গ্রন্থসমূহে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত। যার মধ্যে 'নিউ লাইফ অব জেসাস' রচয়িতা স্ট্রাস এবং 'মডার্ন ডাউট এন্ড ক্রিশ্চিয়ান বিলিফ' এবং 'সুপার ন্যাচরাল রিলিজিয়ন'-এর অনেক বিবরণ আমি আমার পুস্তক তোহফা গুলড়বিয়াতে উল্লেখ করেছি।

লেখক : মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
৬ অক্টোবর ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ